মেজাজ

মালবিকা ঘোষ

এক্সপ্রেসে এসে হাওড়া ষ্টেশনে নেমে ঘড়িতে দেখি রাত পোনে এগারটা বেজে গেছে। ভাবছি কি করা যায়। হঠাৎ সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল।ড্রাইভারের পাশে কোন এ্যাসিষ্ট্যান্ট নেই দেখে বললাম, তারাতলা যাবে? ও বললো যাব, কিন্তু আমার গাড়ীর মিটার খারাপ হয়ে গেছে। আপনি হিসেব করে আমাকে ভাড়া দেবেন। বললাম কি করে হিসেব করবো? ও বললো আমি সকালে নিউ আলীপুর থেকে লোক এনেছি। একশ তিরিশ টাকা হয়েছে, আপনি না হয় একশ দশ টাকা দেবেন। আমি ইতস্তত করছি দেখে ও মেজাজ করে বললো, যাবেন তো চলুন না হয় অন্য লোক দেখছি। ওর এত মেজাজ আমার একটু ও ভালো লাগেনি। কিন্তু এত রাতের কথা ভেবে উঠে পড়লাম। কিছুটা দূর যেতেই তিন জন প্রায় মধ্যপ লোক মনে হলো। ওরা হাত দেখিয়ে গাড়ীটা থামাল। তারপর উঁকি দিয়ে ভেতরে আমাকে একা দেখে ওরা এই গাড়ীতে উঠতে চাইল। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই না বললো গাড়ীতে লোক আছে। আপনাদের নেওয়া যাবে না। ওরা বেহালা যাবে, তাই এত রাত দেখে পরে অনুরোধ, পরে ধমক ও পরে টাকার লোভ-সব অস্ত্রই প্রয়োগ করলো। কিন্তু ও না তো না, হ্যাঁ আর করলো না।

কোন কথাতেই কাজ হলো না। সেই একই মেজাজে এক কথাই বললো, নেওয়া যাবে না। আমাকে ছেড়ে দিন, দেরী হয়ে যাচ্ছে। তা না হলে মুস্কিল হবে। কিন্তু ওরাও ছাড়বে না এতো মানছে না। জোড়ে চেঁচিয়ে বললো মহিলা নিয়ে যাচ্ছি-এভাবে হেনস্তা করবেন না, ছেড়ে দিন। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। নরম গরম কথা হয়েই যাচ্ছে। আমি ভেতরে হতভম্ব হয়ে বসে আছি। হঠাৎ কোথা থেকে দুজন পুলিশ এসে গেল। আসা মাত্রই ওরা পালানোর চেষ্টা করে ও পারল না, ধরা পড়ল পুলিশই বার করলো। ওদের দুজনের হাতে রিভলবার ছিল। তারপর আমাদের গাড়ী ছেড়ে দেওয়ায় গাড়ী ছুটতে শুরু করলে মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস ড্রাইভার মেজাজী আর সাহসী এবং স্পষ্ট বক্তা তাই বোধ হয় ও আমি দুজনেই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।

মালবিকা ঘোষ, কোলকাতা, ০৯/১১/২০০৬